ফর্ম নং জে (২)

কলকাতা হাইকোর্ট

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০১২ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২৮৫০

শ্রীমতী ঝুনু থাপা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্য	:	শ্রী সৌম্য মজুমদার
		শ্রী পূর্ণাশীষ রায়
		শ্রীমতী ময়ূরী ঘোষ
প্রত্যর্থী ব্যাঙ্ক	:	শ্রী পি. সি. ভট্টাচার্য
		শ্রী চন্দন কুমার লাল
শুনানি	:	২৬.০৯.২০২৩ এবং ০৩.১০.২০২৩
রায়ে	**:**	**২০২৩ সালের ৩রা অক্টোবর**

রাজা বসু চৌধুরী, বিচারপতি :-

১. ২০১০ সালের ৩১ জুলাই তারিখের বরখাস্তের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান রিট আবেদনটি দায়ের করা হয়েছে, যার ফলে আবেদনকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

২. আবেদনকারীর মামলা হল, আবেদনকারী ১৯৭৯ সালে কালিম্পং-এ দার্জিলিং জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডে (এরপর থেকে "উল্লিখিত ব্যাংক" হিসাবে উল্লেখ করা হবে) একজন ‘লেজার কিপার’ হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত উক্ত শাখায় দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

পরবর্তীতে, আবেদনকারীকে উক্ত ব্যাংকের দার্জিলিং শাখায় বদলি করা হয় এবং ১৯৮১ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সালে, তাকে উক্ত শাখার ভারপ্রাপ্ত ক্যাশিয়ার হিসেবে মনোনীত করা হয় এবং ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে, আবেদনকারীকে ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে কার্সিয়ং শাখায় এবং আবার দার্জিলিং শাখায় বদলি করা হয় যেখানে তিনি লেজার কিপার পদে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যাংকে কর্মরত থাকাকালীন, আবেদনকারীকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং ১৯৯২ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ব্যাংকে দায়িত্ব পালন করেন। আবেদনকারীর যুক্তি হল, তিনি সর্বশেষ ২০০৩ সালের ৫ জুলাই জুনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন এবং দার্জিলিং জেলার সুখিয়াপোখরি শাখায় নিযুক্ত ছিলেন।

৩. আবেদনকারীর আরও যুক্তি যে সুখিয়াপোখরি শাখায় কাজ করার সময়, আবেদনকারীকে ক্যাশিয়ার হিসাবে তার দায়িত্ব ছাড়াও সহকারী হিসাবরক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছিল। আবেদনকারী অত্যন্ত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের সাথে উক্ত ব্যাংকে কাজ করা সত্ত্বেও, তার চাকরি চলাকালীন, ৬ ডিসেম্বর, ২০০৪ তারিখের একটি অফিস আদেশের দ্বারা, আবেদনকারীকে তাত্ক্ষণিকভাবে ক্যাশিয়ার পদ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং শাখা ব্যবস্থাপককে আবেদনকারীকে উপযুক্ত অফিসের কাজ বরাদ্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৪. পরবর্তীতে, আবেদনকারীকে ২৫শে জানুয়ারী, ২০০৫ তারিখের একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে, দার্জিলিং শাখায় ক্যাশিয়ার হিসেবে তার কর্মজীবনের ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ থেকে ২৪শে এপ্রিল, ২০০০ পর্যন্ত,

তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পে-অর্ডার না নিয়েই মোট ১৪টি মামলায় ১৮,৮১,০৩৬/- টাকা নগদে পরিশোধ করেছিলেন এবং সমস্ত পেমেন্টই অতিরিক্ত উত্তোলনের অভিযোগ ছিল। তাই আবেদনকারীকে নোটিশ পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছিল যে কেন তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। আবেদনকারী ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ তারিখে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কারণ দর্শানোর যথাযথ জবাব দিয়েছিলেন, তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে ১৪টি মামলার মধ্যে কেবল কয়েকটি নগদ অর্থ প্রদান এবং অন্যগুলি হয় চেক পেমেন্ট বা চেক সংগ্রহের মামলা। এই জবাবের মাধ্যমে, তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে যখনই যথাযথ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল তখন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা হয় ছুটিতে ছিলেন অথবা অফিসে উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি, ব্যাংকের তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক জনাব সুরজ মিয়ার জারি করা মৌখিক নির্দেশের ভিত্তিতে, উক্ত চেকগুলি ক্লিয়ার করেছিলেন। পরবর্তীতে, আবেদনকারীকে ৫ মে, ২০০৫ তারিখের একটি নোটিশ পাঠানো হয়, যেখানে তাকে ১৬ মে, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য তদন্তের জন্য উপস্থিত থাকতে বলা হয়। আবেদনকারী কেবল তদন্ত কর্মকর্তার সামনে উপস্থিত হননি বরং তার ব্যাখ্যাও প্রদান করেন।

৫. ২০০৫ সালের ১ আগস্ট এক অফিস আদেশে আবেদনকারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। আবেদনকারী পরবর্তীকালে পূর্বোক্ত স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে একটি উপস্থাপনা করেছিলেন। পরে, ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, উত্তরদাতা ব্যাংক সমবায় সমিতিগুলির অবসরপ্রাপ্ত সহকারী রেজিস্ট্রার শ্রী জে পি যাদবকে

তাদের দ্বারা পরিচালিত পরিদর্শনের ভিত্তিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করে। একই সঙ্গে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীকে ২০০৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর চার্জশিট দেওয়া হয়। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগগুলি আরও উপলব্ধি করার জন্য অভিযোগের নিবন্ধগুলির সাথে সংযোজন-১ নীচে তুলে ধরা হল: -

পরিশিষ্ট ১

অভিযোগের অনুচ্ছেদ

"দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের দারজেলিং শাখার প্রাক্তন ক্যাশিয়ার শ্রীমতি ঝুনু থাপার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আর্টিকেল অফ চার্জের বিবৃতি (এখানে ডিডিসিসিবি নামে পরিচিত) (বর্তমানে সাসপেনশনে রয়েছে)

উক্ত শ্রীমতী ঝুনু থাপা ১৯৯২ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দার্জিলিং শাখার ক্যাশিয়ার পদে কর্মরত থাকাকালীন নিম্নলিখিত অপরাধগুলি করেছিলেন যা ব্যাংকের সুনাম ও সুনামের গুরুতর ক্ষতি করেছিল এবং ব্যাংকের প্রচুর আর্থিক ক্ষতিও করেছিল।

০১. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন পে-অর্ডার ব্যতিরেকে হিসাব হোল্ডারগণকে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়ম।

০২. দার্জিলিং শাখার চতুর্থ গ্রুপের কর্মচারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশ ব্যতিরেকে ক্যাশিয়ার হিসাবে কাজ করিয়া ব্যাংকের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে।

০৩. কর্তব্যে চরম অবহেলার কারণে ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়।

০৪. উক্ত শ্রীমতি ঝুনু থাপা প্রাক্তন ক্যাশিয়ার, দার্জিলিং শাখার উপর ব্যাংকের আস্থা হারিয়েছেন (সাসপেনশনের অধীনে)।"

৬. চার্জশিট পাওয়ার পরপরই আবেদনকারী তার লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তদন্ত করেন। বিবাদী ব্যাংকের মুখ্য এক্সিকিউটিভ অফিসার কর্তৃক জারি করা ৪ মার্চ, ২০০৬ তারিখের লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, আবেদনকারীকে কেন চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না তা কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়েছিল।

৭. উক্ত কারণ দর্শানোর জবাবে, ১১ই মার্চ, ২০০৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, আবেদনকারী নিজেকে রক্ষা করেন। আবেদনকারী কর্তৃক কারণ দর্শানোর জবাব প্রাপ্তির পরও, বিবাদী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ১৩ই মার্চ, ২০০৬ তারিখে লিখিতভাবে আরও একটি যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারীকে জানান যে, ৪ই মার্চ, ২০০৬ তারিখে ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত কারণ দর্শানোর জবাবের প্রতি আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত জবাব ১৩ই মার্চ, ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় বিবেচনা করা হয়েছিল এবং যথাযথ আলোচনার পর এটি অগ্রহণযোগ্য এবং অসন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী আবেদনকারীকে কেন তাকে ব্যাংকের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না তা ব্যাখ্যা করার জন্য আরও একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের যথাযথভাবে জবাব দিয়েছিলেন এবং আবারও তার অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন। এই উত্তরের মাধ্যমে, আবেদনকারী ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেছিলেন যে তাকে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সামনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দিন,

তার উত্তরের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো সন্দেহ বা প্রশ্নের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য।

৮. উপরোক্ত কারণ দর্শানোর আবেদন পাওয়ার পর, ২৩শে মার্চ, ২০০৬ তারিখে লিখিতভাবে একটি চিঠির মাধ্যমে, আবেদনকারীকে জানানো হয় যে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সর্বসম্মতিক্রমে আবেদনকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী, আবেদনকারীকে ২২শে মার্চ, ২০০৬ থেকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

৯. যেহেতু উপরোক্ত বরখাস্তের আদেশটি আবেদনকারীকে তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ না দিয়েই জারি করা হয়েছিল, তাই আবেদনকারী এই মহামান্য আদালতে একটি রিট আবেদন দায়ের করে বরখাস্তের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যা ২০০৬ সালের ডব্লিউপি নং ১১৭২২ (ডাব্লু) হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। এই মাননীয় আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ ৩০শে মার্চ, ২০১০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, আবেদনকারীর উপর তদন্ত প্রতিবেদনের সত্যতা বিবেচনা করে এবং ইসিআইএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বনাম বি করুণাকারের মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের আলোকে (১৯৯৩) ৪ এসসিসি ৭২৭ ছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ২৩ শে মার্চ ২০০৬ তারিখের বরখাস্তের আদেশটি বাতিল করে এবং সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের তদন্ত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি আবেদনকারীকে সরবরাহ করে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শেষ করার নির্দেশ দেয়।

১০. এই মাননীয় আদালতের সমন্বিত বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুসারে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে, বিবাদী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ১৬ই এপ্রিল, ২০১০ তারিখে লিখিতভাবে আবেদনকারীকে তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি সরবরাহ করেন। পরবর্তীকালে, ১০ই মে, ২০১০ তারিখে লিখিতভাবে আবেদনকারীকে তদন্ত প্রতিবেদনের প্রতিনিধিত্ব জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। আবেদনকারী, ১৮ই মে, ২০১০ তারিখে লিখিতভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে, স্পষ্টভাবে এই সত্যটি তুলে ধরেন যে তদন্ত প্রতিবেদন থেকে এটি পাওয়া গেছে যে অভিযোগের ধারায় উল্লিখিত ১৬টি লেনদেনের মধ্যে কেবল ৫টি লেনদেনের জন্য আবেদনকারীকে দায়ী করা হয়েছিল। উপরোক্ত বিষয়গুলির আলোকে, আবেদনকারী ৫টি চেক লেনদেনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যার জন্য আবেদনকারীর উপর দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল। আবেদনকারী তার জবাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত ৫টি লেনদেনের মধ্যে ৪টি ছিল বিজনবাড়ির বিডিওকে ইস্যু করা চেক স্থানান্তর, যেখানে কেবলমাত্র একটি ব্যক্তিগত পক্ষকে ইস্যু করা অন্য চেকটি তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সরাসরি পরামর্শের ভিত্তিতে হয়েছিল এবং অ্যাকাউন্টধারীর অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ছিল।

১১. রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, আবেদনকারীর ২৫শে মার্চ, ২০১০ তারিখের লিখিত নোটিশের মাধ্যমে যোগাযোগ পাওয়ার পর,

ব্যাংকের চেয়ারম্যান অভিযোগপত্রে চিহ্নিত চেক প্রদানের ক্ষেত্রে অভিযোগপত্রে উল্লেখিত গুরুতর অনিয়মের জন্য আবেদনকারীকে দায়ী করেছেন। এই ধরনের যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারীকে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়েছিল যে কেন তাকে ব্যাংকের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না। আবেদনকারী উক্ত কারণ দর্শানোর যথাযথ জবাব দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ৩১শে জুলাই, ২০১০ তারিখে লিখিতভাবে একটি যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারীকে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অবহিত করেছিলেন যে, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ২৯শে জুন, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় আবেদনকারীর প্রতিক্রিয়া অসন্তোষজনক বলে মনে করে, চিঠি জারির তারিখ থেকে আবেদনকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১২. সংক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি বিধিমালার অধ্যায় VI এর পরিশিষ্টের ১৫(২) ধারা অনুসারে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল দায়ের করেছিলেন। আপিল দায়ের করার পরেও, যেহেতু এটি বিচারাধীন ছিল, আবেদনকারী এই আদালতের অসাধারণ রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করতে বাধ্য হন। ২০১১ সালের WP 401(W) এর সাথে সম্পর্কিত ৪ঠা মার্চ, ২০১১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, এই মাননীয় আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, বিবাদী ব্যাংকের পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় আবেদনকারীর আপিল নিষ্পত্তি করার জন্য বিবাদীদের নির্দেশ দিয়েছেন।

১৩. উপরোক্ত ঘটনার পরে, উত্তরদাতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান জে কে প্রধান কর্তৃক জারি করা ১ লা নভেম্বর, ২০১১ তারিখের লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে, আবেদনকারীকে উক্ত আপিল খারিজ করার বিষয়ে সাধারণ সংস্থার সিদ্ধান্তটি জানানো হয়েছিল।

১৪. সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্তমান রিট দরখাস্ত দাখিল করা হয়েছে।

১৫. শ্রী ঘোষের সহায়তায় পরিচালিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী মজুমদার, যিনি উপরোক্ত আবেদনের সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দাখিল করেছেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তদন্তটি তাড়াহুড়ো করে পরিচালিত হয়েছিল দুটি তারিখে, অর্থাৎ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬। বিবাদী ব্যাংকের পক্ষ থেকে কেউই নথি প্রমাণের জন্য উপস্থিত হননি। ব্যাংক কর্তৃক কোনও সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। তদন্ত কর্মকর্তা নিজেই উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছিলেন। তদন্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন যাতে আবেদনকারী তার উত্তর দিতে পারেন। আবেদনকারী নথিপত্র পরীক্ষা করার সুযোগ পাননি। সম্পূর্ণ কার্যক্রমটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা এবং ন্যায্যতার নীতিমালা অনুসরণ না করেই শেষ করা হয়েছিল। আরও বলা হচ্ছে যে, যদি না কোনও নথি, বিশেষ করে যখন আর্থিক লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত, সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত না হয়, তবে তা রেকর্ডে নেওয়া যাবে না।

১৬. তার যুক্তির সমর্থনে তিনি রূপ সিং নেগি বনাম পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক এবং অন্যান্য, (২০০৯) ২ এসসিসি ৫৭০ এ রিপোর্ট করা মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করেন।

তদন্তকে বিকৃত করে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার অস্বীকার করার বিষয়ে, তিনি উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম সরোজ কুমার সিনহা মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন, যা (২০১০) ২ এসসিসি ৭৭২ এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

১৭. আরও বলা হয়, সাধারণত যখন অভিযোগ প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তখন অভিযুক্ত আধিকারিকের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য দিতে হয়। স্বীকার্য, এই মামলায় আবেদনকারীর উপস্থিতিতে কোনও সাক্ষী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তদন্তকে কলুষিত করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। তাঁর পূর্বোক্ত যুক্তির সমর্থনে তিনি এআইআর ১৯৬৯ এসসি ৯৮৩-এ রিপোর্ট করা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম প্রকাশ চাঁদ জৈন মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

১৮. অবশ্যই, এই ক্ষেত্রে, তদন্ত কর্মকর্তা এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ আলাদা ছিলেন। অতএব, তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করা এবং এর কারণ দর্শানো শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। ২৫শে মে, ২০১০ তারিখের নোটিশের প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এটি দাখিল করা হচ্ছে যে তদন্ত প্রতিবেদনের ফলাফলের সাথে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কোনও মিল নেই। কার্যধারা যান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এমনকি আপিলের সিদ্ধান্তও এমন একজন ব্যক্তি নিয়েছিলেন যিনি নিজেই উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা ছিলেন।

১৯. উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, তিনি নিবেদন করেন যে তদন্ত কার্যক্রম, বরখাস্তের আদেশ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ টিকিয়ে রাখা যায় না এবং এটি বাতিল করা উচিত।

২০. বিপরীতে, উত্তরদাতা ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট শ্রী ভট্টাচার্য জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারী বেআইনি কাজে লিপ্ত ছিলেন। আবেদনকারী অর্থ প্রদানের সত্যতা গ্রহণ করেছিলেন। লেনদেনের বিষয়ে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে কোনও অস্বীকার করা হয়নি। আবেদনকারীর একমাত্র আত্মপক্ষ সমর্থন ছিল যে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সুরজ মিয়া তাকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। শ্রী ভট্টাচার্যের মতে, আবেদনকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যদিও, প্রাথমিকভাবে, তদন্ত প্রতিবেদনটি আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়নি, তবে পরবর্তীকালে, এই আদালতের নির্দেশ অনুসারে, তদন্ত প্রতিবেদনটি আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছিল, যাতে তিনি এর প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন। আবেদনকারীর কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া পাওয়ার পরেই যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ২৫ শে মে, ২০১০ তারিখে একটি লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারীকে কেন তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না সে সম্পর্কে কারণ দর্শানোর আহ্বান জানিয়েছিল। আবেদনকারীর এমন জবাব পাওয়ার পরে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আদালতের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নির্দেশে জানান যে, উপস্থাপক কর্মকর্তা হিসেবে যে ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল তিনি আসলে সেই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে ছিলেন যা আবেদনকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিল। আবেদনকারীর আপিল খারিজ হওয়ার সময় একই ভদ্রলোক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদেও অংশ নিয়েছিলেন।

২১. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছি। আমি দেখতে পেয়েছি যে তাৎক্ষণিক মামলায়, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল। এই ধরনের চার্জশিট জারি হওয়ার আগেই, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা করার জন্য একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দুটি তারিখে, অর্থাৎ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ তারিখে তদন্ত পরিচালিত হয়েছিল। উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা এবং তদন্ত কর্মকর্তা ছাড়া, বিবাদী ব্যাংকের পক্ষে অন্য কোনও ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। স্বীকার করা হচ্ছে যে, বিষয়টি আর্থিক লেনদেনের সাথে জড়িত ছিল। বিবাদী ব্যাংক অভিযোগ প্রমাণের জন্য কোনও সাক্ষী হাজির করেনি। বিবাদী ব্যাংকের পক্ষে কেউ নথি প্রমাণের জন্য এগিয়ে আসেনি। কার্যধারার রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে তদন্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন এবং এই প্রশ্নের উত্তরে আবেদনকারীর উত্তর রেকর্ড করা হয়েছিল। আবেদনকারীকে কোনও সাধারণ বক্তব্য দেওয়ার বা আবেদনকারীকে তার পক্ষে কোনও সাক্ষী উপস্থাপনের কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে মনে হচ্ছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর, আবেদনকারীকে তদন্ত প্রতিবেদন না দিয়েও বিবাদীরা আবেদনকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার কথা বলেছিলেন।

২২. আবেদনকারীর অনুরোধে, এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ ৩০শে মার্চ, ২০১০ তারিখের এক আদেশে, বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জের শুনানিকালে, বরখাস্তের আদেশ বাতিল করে এবং বিবাদীদেরকে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেয়। উপরোক্ত নির্দেশনা অনুসারে, ১৬ই এপ্রিল, ২০১০ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, আবেদনকারীকে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের পক্ষে সমর্থন জানানো হয়। এই প্রতিবেদন থেকে, আবেদনকারী প্রথমবারের মতো জানতে পারেন যে আবেদনকারীকে শুধুমাত্র ৫টি লেনদেনের ক্ষেত্রে দায়ী করা হয়েছিল। এই ধরনের লেনদেনের বিবরণ রিট আবেদনের ১২৯ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করা হয়েছে। আবেদনকারী একই বিষয়ে জবাব দিয়েছিলেন এবং তার জবাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে উপরোক্ত লেনদেনগুলি নগদ অর্থ প্রদান ছিল না - বরং চেক স্থানান্তর ছিল এবং ৫টির মধ্যে ৪টি লেনদেন সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে করা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র একটি ব্যক্তিগত পক্ষকে অর্থ প্রদান সম্পর্কিত অন্যান্য লেনদেন তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃক জারি করা নির্দিষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে হয়েছিল এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ছিল।

২৩. উপরোক্ত সত্ত্বেও, বিবাদী ব্যাংকের চেয়ারম্যান, যিনি ২৫শে মে, ২০১০ তারিখে লিখিতভাবে একটি চিঠির মাধ্যমে ব্যাংকের উপস্থাপনা কর্মকর্তাও ছিলেন, তিনি অভিযোগপত্রে উল্লেখিত গুরুতর অনিয়মের জন্য আবেদনকারীকে দায়ী করেছেন। তবে, এই ধরনের চিঠিতে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি বা তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে তার সম্মতি উল্লেখ করা হয়নি।

যদিও, আবেদনকারী উক্ত যোগাযোগের একটি প্রতিক্রিয়া জারি করেছিলেন এবং তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন, ৩১ শে জুলাই, ২০১০ তারিখের একটি যোগাযোগের মাধ্যমে, আবেদনকারীকে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, যার মধ্যে চেয়ারম্যান যিনি এই মামলায় উপস্থাপক কর্মকর্তা ছিলেন। এই সত্যটি উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট দ্বারা স্বীকার করা হয়েছে।

২৪. তদন্ত কার্যক্রমকে কলুষিত করার জন্য উপরোক্ত কথাই যথেষ্ট। যাই হোক, শ্রী মজুমদার যথার্থই বলেছেন যে, তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধান কোন প্রমাণের উপর ভিত্তি করে করা হয়নি। রূপ সিং নেগি (উপরে) মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট, রায়ের ২৩ অনুচ্ছেদে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছে যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অবশ্যই অপরাধকে নির্দেশ করে রেকর্ডে আনা তথ্যের ভিত্তিতে হতে হবে। অপরাধ চিহ্নিত করে রেকর্ডে আনা উপাদানগুলি প্রমাণ করা দরকার। আইনত গ্রহণযোগ্য কিছু প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

২৫. এই মামলায়, আবেদনকারীর দোষ প্রমাণের জন্য আইনত গ্রহণযোগ্য কোনও উপাদান রেকর্ডে নেই বলে মনে হচ্ছে। স্বীকার করা হচ্ছে যে কোনও নথিই কার্যধারায় সরবরাহ করা হয়নি বা প্রমাণ জমা দিয়ে দেখানো হয়নি। শাখা ব্যবস্থাপককেও পরীক্ষা করা হয়নি। অতএব, এটি উপসংহারে পৌঁছানো যেতে পারে যে তদন্ত কর্মকর্তার উপসংহারটি ‘কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে’ ছিল।

এটিও লক্ষ করা গেছে যে আবেদনকারীকে তার প্রতিরক্ষায় কোনও সাধারণ বিবৃতি দেওয়ার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। আবেদনকারীকে কেবল তার সামনে রাখা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারীকে কোনও সাক্ষীকে পরীক্ষা করার বা তার আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও নথি প্রকাশের কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি।

২৬. সরোজ কুমার সিনাহ (উপরে) মামলার রায়ের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন :

৩৯. কোন সরকারী কর্মচারী বিভাগীয় তদন্তের সম্মুখীন হইলে তাহাকে অভিযোগের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ পাইবার জন্য সকল প্রাসঙ্গিক জবানবন্দি, দলিল-দস্তাবেজ ও অন্যান্য উপকরণের অধিকারী মর্মে আইনের প্রস্তাব এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই৷ তবুও এই মামলার তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পাঞ্জাব রাজ্য বনাম ভগৎ রাম [(১৯৭৫) ১ এসসিসি ১৫৫: ১৯৭৫ এসসিসি (এল এবং এস) ১৮] মামলায় এই আদালত দ্বারা বর্ণিত আইনটির উপর পুনরায় জোর দিতে পারি: (এসসিসি পৃষ্ঠা ১৫৬, অনুচ্ছেদ ৬-৮)

৬. রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তি দিয়েছিল যে বিবাদীর বিবৃতির কপি পাওয়ার অধিকার ছিল না। রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি ছিল যে বিবাদীকে সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং জেরা চলাকালীন বিবাদীর সাক্ষীদের সাথে বিবৃতির মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ থাকবে। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে সারসংক্ষেপটি বিবাদীকে সাক্ষ্যের সারাংশের সাথে পরিচিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

৭. প্রস্তাবিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগের অর্থ হ'ল সরকারী কর্মচারীকে যে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় তার বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়। সরকারি কর্মচারীকে তার দোষ অস্বীকার করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ দিতে হবে। তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে তা জানালে তিনি তা করতে পারেন। তিনি তার বিরুদ্ধে হাজির করা সাক্ষীদের জেরা করে তা করতে পারেন। জবানবন্দি সরবরাহের উদ্দেশ্য হলো, সরকারি কর্মচারী সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রস্তাবিত সাক্ষীদের পূর্ববর্তী বক্তব্য উল্লেখ করতে পারবেন। সরকারি কর্মচারীকে জবানবন্দি না দিলে তিনি কার্যকর ও কার্যকর জেরা করতে পারবেন না

৮. সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকালে সাক্ষীদের জবানবন্দির প্রতিলিপি তদন্তে উপস্থাপন করা অন্যায় ও অন্যায়। প্রস্তাবিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারীকে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার শর্ত পূরণ করে না।"

২৭. পূর্বোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে আবেদনকারীকে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতিগুলি অস্বীকার করা হয়েছিল। উত্তরদাতা ব্যাংক যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল তা কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে ছিল না। যাই হোক না কেন, একই ঘটনা বিকৃত ছিল। বিবাদী ব্যাংকের চেয়ারম্যান যিনি নিজে উপস্থাপক কর্মকর্তা ছিলেন, তিনি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অংশ গঠন করেছিলেন যা আবেদনকারীকে চাকরি

এবং আপিল থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ৩১ জুলাই, ২০১০ তারিখের বরখাস্তের আদেশ এবং ১ লা নভেম্বর, ২০১১ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা আদেশটি বহাল রাখা যায় না এবং সেই অনুযায়ী এটি বাতিল করা হয় এবং বাতিল করা হয়।

২৮. পক্ষগুলি আমাকে জানিয়েছে যে আবেদনকারী ইতিমধ্যেই ২০২০ সালে অবসরের বয়স অতিক্রম করেছেন। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি অনিয়মিত তদন্তের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে প্রথমে 'সাসপেন্ড' করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আবেদনকারীকে, বিবাদী ব্যাংক কর্তৃক, প্রকৃতপক্ষে, চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। আমার মনে হয় যে, আবেদনকারীকে বরখাস্তের তারিখ থেকে তার অবসরের বয়স পর্যন্ত ৫০ শতাংশ বেতন প্রদান করা হলে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। তবে, তাকে যে সময়ের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল তার পুরো বেতন প্রদান করা হবে, ইতিমধ্যে প্রদত্ত জীবিকা নির্বাহ ভাতা বাদ দিয়ে। তবে, বিবাদীদেরকে 'আবেদনকারীর' অনুকূলে প্রদেয় টার্মিনাল সুবিধা পুনরায় গণনা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আবেদনকারীকে অবসরের আগ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন চাকরিতে থাকার মাধ্যমে গ্র্যাচুইটি সহ। এই আদেশ জারির তারিখ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে সম্পূর্ণ টার্মিনাল সুবিধাগুলি অবসরকালীন বেতনের তারিখ থেকে বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে সুদ সহ মুক্তি দিতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আবেদনকারীর অনুকূলে তা বিতরণ করা হয়।

২৯. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা অনুসারে রিট আবেদনটি মঞ্জুর এবং নিষ্পত্তি করা হলো।

৩০. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে প্রদান করতে হবে।

(রোজা বসু চৌধুরী, বিচারপতি)

এস.বি

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal